আরো খবর

বিজেপিকে হারানোর বার্তা দিতে ৩ মার্চ বারাণসী যাচ্ছেন মমতা

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা : ২০২৪-এ বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস, সিপিআইএমসহ সব বিরোধী দলকে ফের এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানান তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে গেলে উত্তর প্রদেশ ও বাংলার মতো বড়ো রাজ্যগুলি ফ্যাক্টর হবে বলে মনে করেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় উত্তর প্রদেশে ভোট প্রচারে ৩ মার্চ বারাণসী যাবেন মমতা।

২০২৪'কে পাখির চোখ করে ফের নতুন করে আঞ্চলিক দলগুলিকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। গত ২দিনে মমতার সঙ্গে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কথা হয়েছে। মমতা সোমবার বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির বোঝাপড়া ভালো। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করা হচ্ছে, সংবিধানকে শেষ করে দিচ্ছে। তার প্রতিবাদের সবাইকে এক জায়গায় আসার দরকার।' তাঁর বার্তা, 'আগামী দিনের যুদ্ধটা দেশকে সন্ত্রাস ও বেকারত্ব থেকে মুক্ত করা, দেশের ইতিহাসকে যারা ভুলিয়ে দিচ্ছে, যারা গণতন্ত্রকে শেষ করে, দেশকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা শান্তির পক্ষে লড়াই করব সবাই মিলে।'

কংগ্রেস ও সিপিআইএমকে একসঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'আমি কংগ্রেস ও সিপিআইএমকে বলেছিলাম একসঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু যদি কেউ না আসে তাহলে কি করা যাবে। কারো বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো উষ্মা নেই।' কংগ্রেসকে নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান প্রসঙ্গে মমতা জানান, কংগ্রেস কংগ্রেসের মত চলবে, তৃণমূল তৃণমূলের মতো চলবে। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আঞ্চলিক দলের সম্পর্ক ভালো নয়। বিরোধীদের এক ছাতার তলে আনার জন্য কংগ্রেসকেও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি না। কিন্তু যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে তাদের দায়িত্ব সবাইকে এক জায়গায় আনার। এটা শুধু আমার একার দায়িত্ব নয়, সকলের দায়িত্ব।'

উত্তর প্রদেশের প্রথম পর্যায়ের ভোটে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি অন্তত ৩৭ টি আসন পেতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূলনেত্রী। লোকসভা ভোটে উত্তর প্রদেশে কয়েকটি আসনে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে তৃণমূল লড়াই করবে। মমতা বলেন, '২০২৪-য়ে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে গেলে উত্তর প্রদেশ, বাংলা ফ্যাক্টর হবে। অখিলেশকে বলেছি, লোকসভা ভোটে আমরা কয়েকটা আসনে লড়াই করব। উত্তর প্রদেশ বাঁচলে তবেই দেশ বাঁচবে।' ৩ মার্চ নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচার করতে যাবেন মমতা। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'যোগী আদিত্যনাথ ভয় পেয়েছেন, তিনি সন্ত্রস্ত। নিজেকে যোগী বলেন। কিন্তু উনি তো যোগী নন, উনি ভোগী।' গোয়াতেও তৃণমূলের ফল ভাল হবে বলে আশাবাদী মমতা।

আমরা গড়ব, আপনাদের দেখানো পথেই চলব, শিলিগুড়িতে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের নামও ঘোষণা

কৃষ্ণা দাস

শিলিগুড়ি: আমরা গড়ব। আপনাদের দেখানো পথেই চলব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিলিগুড়িতে এসে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে শপথ নিয়ে এই বার্তা দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ মানুষ যে আশীর্বাদ যে শুভেচ্ছা আমাদের দিয়েছে আগামীদিন আপনাদের দেখানো পথেই আমরা চলব। আমরা গড়ব। সবাই সবুজ মনের তৈরি হোন মানবিকতায়, ভালোবাসায়, গড়নে, ভাবনা-চিন্তা, দর্শনে, চিন্তনে, মননে। শিলিগুড়ির মানুষ যে আশীর্বাদ দিয়েছে তার মর্যাদা যেন আমরা দিতে পারি।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরের আক্ষেপ ছিল দার্জিলিং জেলা তাঁকে নিরাশ করছে। সব নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রচারে শিলিগুড়ি আসতে দেখা গেছে। কিন্তু এবারের পুরনিগমের ভোটে মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে আসেননি শিলিগুড়িতে। তবে ভেটের পরে দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে কালীঘাটে বসেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দীর্ঘ আক্ষেপের অবসান হতে চলেছে। শিলিগুড়িবাসী অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভোট দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। তাই শিলিগুড়িবাসীদের কাছে না এসে থাকতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী। মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নৌকাঘাট মোড়ে পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শিলিগুড়ির যানজটেরও অবসান ঘটানোরও বার্তা দিলেন তিনি। তিনি এজন্য শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মাকে কীভাবে এই যানজট সমস্যার সমাধান করতে হয় তার রূপরেখা তৈরি করতে বলেন। পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমকে কলকাতা পুরসভার মতো ঝকঝকে চকচকে করার পরিকল্পনার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে শিলিগুড়িবাসীদের মনে করিয়ে দেন, তিনি কি কি উন্নয়ন করেছেন শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়িসহ আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার জন্য। তবে এদিন শিলিগুড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মনটাকে সবুজ রাখার কথা বলেন তিনি। শিলিগুড়িতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে পুরনিগম দখল করার পর দলের কর্মী-সমর্থকদের ঔদ্ধত্য যাতে বেড়ে না যায়, সে কথা মনে করিয়ে দিতেই তিনি তাদের শুধু সবুজ আবিরে মেতে না থেকে গড়নে-মননে-চিন্তনে সবুজ হওয়ার কথা বলেন।

এদিন তিনি কলকাতা থেকেই একমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়রের নাম ঘোষণা করেন। শিলিগুড়িতে এসেও তিনি বলেন, 'আমি শুধু একটা মেয়রের নাম পার্টির তরফ থেকে ঘোষণা করলাম। তা হল গৌতম দেব। বাকিটা ওরা মিটিং করে করবেন। পাশাপাশি তিনি গৌতম দেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সব ধর্ম সব বর্ণ সব কমিউনিটির লোককে নিয়ে আমি দেখাতে চাই কলকাতা যেমন ঝকঝক চকচক করছে রাজারহাট যেমন ঝকঝক চকচক করছে তেমন শিলিগুড়ি আসানসোল বিধাননগরও আরো ঝকঝকে চকচকে করতে। কীভাবে করবেন কীকরে করবেন আপনারা প্ল্যানিং করুন। শুধু টাকা ঢাললেই হবে না ভিশান থাকা দরকার। এইটুকু আমার সম্পদ আছে আমি এটাকে কীকরে ব্যবহার করব এটা আমাকে দেখতে হবে। আর দেখতে হবে যাতে আমি এমন কিছু করব না কোনোরকম বোঝা বাড়ে। আমরা ট্যাক্স বাড়াই না বরং ট্যাক্সের অ্যাডভানটেজ দেই আমরা। তাছাড়াও শিলিগুড়িতে অনেক বাইরের লোক আসে পর্যটনের একটা বড় কেন্দ্র শিলিগুড়ি। এছাড়া জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার। কোচ বিহারেও হেরিটেজ টাউন হচ্ছে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, খুব শিগগির শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা সড়ক পথে ৬ ঘণ্টায় পৌঁছোনো যাবে। তবে তার জন্য একটু সময় লাগবে বলেও জানান তিনি। কেননা আরো নতুন নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। কয়েকটা জায়গায় জমির জন্য কাজ আটকে ছিল সে সব মিটে গিয়ে কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর করার কথাও বলেন তিনি। এদিকে, এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগম জয়ের পর সবুজ আবিরে রঙিন হয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভিক্টরি চিহ্ন প্রদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীকে যেন বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর আক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে শিলিগুড়ি পুরনিগম উপহার দিলেন।

গোয়ায় ভোট ৭৫%, উত্তর প্রদেশে ৬০.৫০%, উত্তরাখণ্ডে ৫৯%-এর বেশি ভোট

উত্তর প্রদেশসহ ৩ রাজ্যে ভোট নির্বিঘ্নে

লখনউ, পানাজি ও দেহরা দুন: সোমবার নির্বিঘ্নে ভোট মিটল ৩ রাজ্যে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশে এদিন দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ৬০.৫০% ভোট পড়েছে। ৭৫%-এর বেশি ভোট পড়েছে গোয়াতেও। সোমবার উত্তর প্রদেশে ভোট হয় ৯টি জেলার ৫৫টি বিধানসভা আসনে। আরব সাগরের তীরে ছোট্টো রাজ্য গোয়াতে ভোট পড়েছে ৭৫.২৯%।

পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডেও ৫৯.৩৭%ভোট পড়েছে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। সোমবার উত্তরাখণ্ড আর গোয়ায় এক দফাতেই ভোটপর্ব মেটে। উত্তর প্রদেশে এদিন ৫৫টি আসনে ৫৮৬ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা হয়। এদফায় স্পর্শকাতর কেন্দ্র ছিল বিজনৌর জেলা নাগিনা আর ধামপুর আসন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে মোরাদাবাদ, সাহারানপুর আর আমরোহা জেলায়।

জেলাওয়াড়ি হিসাব অনুযায়ী, সাহারানপুরে ৬৭.০৫%, বিজনৌরে ৬১.৪৪%, মোরাদাবাদে ৬৪.৫২%, সম্ভালে ৫৬.৮৮%, রামপুরে ৬০.১০%, আমরোহায় ৬৬.১৫%, বাদাউনে ৫৫.৯৮%, বরেলিতে ৫৭.৬৮% আর শাহজাহানপুর জেলায় ভোট পড়েছে ৫৫.২০%। আমরোহায় ভোট দেন ভারতীয় বোলার মহম্মদ শামি।

এদিকে, নাকুর বিধানসভা আসনে ভোটের ডিউটি করতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয় রশিদ আলি নামে ৫৫ বছরের এক রিটার্নিং অফিসারের।

সাহারানপুর জেলা নির্বাচনি আধিকারিক অখিলেশ সিং জানান, ধিক্কা টাপরি গ্রামে নির্বাচনের কাজে মোতায়েন ছিলেন ওই রিটার্নি অফিসার। রবিবার রাতেই আচমকা তাঁর শরীর খারাপ হওয়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভোররাতেই মৃত্যু হয় ওই রিটার্নিং অফিসারের। সাহারানপুরে হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে ভোট দিতে আসেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধা। উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বার কেন্দ্রে অন্যদিকে ৪৭ নম্বর বুথে ভোট দেন ১০০ বছর বয়সি বিশ্বেশ্বরী দেবী নাউদিয়াল নামে এক বৃদ্ধা। বাগেশ্বর জেলায় কাপকোট আসনে ৪৬ নম্বর বুথে ভোট দেন নারায়ণ সিং কাপকোট নামে শতায়ু পেরনো এক বৃদ্ধ। গোয়ায় সবচেয়ে বেশি (৮৮.০৭%) ভোট পড়েছে স্যাঙ্কুয়েলিমে আর স্যাঙ্গুয়েমে ৮৪.৬১% ভোট পড়েছে। উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জাগ্নি ভগবান আর চিলাউন্দ গ্রামের বাসিন্দরা রাস্তা না তৈরি হওয়ার অভিযোগ এদিন ভোট বয়কট করেছিলেন। অপরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহের অভিযোগে উত্তর প্রদেশের শেখুপুর বিধানসভা আসনের অন্তর্গত নারাউ আর মিলাল নাঙ্গলা গ্রামের বাসিন্দারা ভোট বয়কট করেন। সাহারানপুর জেলার বেহাত বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭০ নম্বর বুথে সমাজবাদী পার্টির তরফে অভিযোগ করা হয় সপাকে ভোট দিলেও ভিভিপ্যাট যন্ত্র থেকে বিজেপিকে ভোট দেওয়া হয়েছে বলে স্লিপ বেরোচ্ছিল। অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ব্রহ্ম দেব তিওয়ারি। কমিশন সূত্রে খবর, উত্তর গোয়া জেলায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭৫.৩৩% আর দক্ষিণ গোয়া জেলায় ৭৫.২৬% ভোট পড়েছে। কোথাম্বিতে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তালেইগো বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দেন গোয়ার রাজ্যপাল পি এস শ্রীধরণ পিল্লাই আর তাঁর স্ত্রী রীতা শ্রীধরণ। —পিটিআই

ভোটে হেরে কোর্টে গেল বিজেপি

রুশি পাঁজা, কলকাতা: বিধাননগর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি আর আসানসোল পুর নিগম, ৪টের মধ্যে ৪টিই দখলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের। সোমবার পুর নিগমের ফল বেরতে না বেরতেই ৪ পুর নিগমের ভোট নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছে বিজেপি। স্বচ্ছ নির্বাচন হয়নি, তাই ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে ভোট করানোর দাবি নিয়ে হাই কোর্টে গেছে বিজেপি। সোমবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেরুয়া শিবির। আদালত মামলা করার অনুমতি দেয়। বিজেপির তরফে মামলাকারী প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটে গণতন্ত্রের হত্যা হয়েছে। এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট আদেশ দিয়েছিল, বাহিনীর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেওয়ার পরে কোথাও গোলমাল হলে ব্যক্তিগতভাবে দায় বর্তাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ওপর। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির অভিযোগ, ৪ পুরনিগমের ভোটে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে। আদালতের স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিধিভঙ্গ করেছে।' এনিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মামলাকারী বিজেপি নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাগের চেষ্টা করছে মমতার দল

উত্তর প্রদেশে ভোটের প্রচারেও তৃণমূলকে তোপ মোদীর

কানপুর : গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। প্রকাশ্যেই তারা এই চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে দেখতে হবে। এভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার গোয়ায় ভোট। আর এদিনই উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক নির্বাচনি সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গোয়ায় ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানান মোদী। যোগীর রাজ্যে ভোটপ্রচারে গিয়ে এদিন তৃণমূলকে বেনজির আক্রমণ করেন তিনি। মোদীর এই আক্রমণের পালটা জবাবও দেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁর কথায়, 'বিজেপি ভয় পাচ্ছে। তাই এসব বলছে।' ২০২৪ -এর লোকসভা ভোটের আগে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনকে কার্যত সেমিফাইনাল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এই রাজ্য থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচার করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে অখিলেশ যাদবের দলের সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। সেখানে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ফের তিনি উত্তর প্রদেশে যাবেন বলেও খবর। আর কানপুরে ভোটের প্রচারে গিয়ে সেই তৃণমূলকে নিশানা করলেন বিজেপির তারকা প্রচারক তথা বারাণসীর সাংসদ নরেন্দ্র মোদী। এদিন কানপুরের নির্বাচনি জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তোপ, 'গোয়ার তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, হিন্দু ভোট ভাগ করতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁরা। এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতা? উসকানিমূলক মন্তব্য করায় তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তৃণমূল থেকে মানুষের সাবধান হওয়া দরকার।' ভোটপ্রচারে গিয়ে মোদীর এধরনের মন্তব্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে তাঁর এই মন্তব্যের এদিনই পালটা জবাব দেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁর কথায়, 'শুধু গোয়া নয়, অন্যান্য রাজ্যেও হারবে বিজেপি। তাই ওরা ভয় পাচ্ছে, এসব মন্তব্য করছে।' তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, গোবলয় থেকে নরেন্দ্র মোদীর মতো হেভিওয়েট নেতা তৃণমূলকে নিশানা করায় জাতীয় রাজনীতিতে নয়া চর্চা শুরু হল। তাঁদের কথায়, এদিন প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে জাতীয়স্তরে তৃণমূলের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল।

প্রসঙ্গত, গোয়ার ভোটে তৃণমূলের জোট শরিক দল হল মহারাষ্ট্র গোমন্তক পার্টি (এমজিপি)। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের গোয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী, সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, জোট শরিক সুধীন দাভালিকরের নেতৃত্বাধীন এমজিপি হিন্দু ভোট একদিকে চলে যাওয়াকে ঠেকাবে। উত্তর গোয়ায় ১৩ থেকে ১৪টি আসনে এমজিপির সঙ্গে বিজেপির সরাসরি লড়াই হবে। —পিটিআই

হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)-এর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

(০২.০৫.২০১৯ তারিখে মাননীয় এনসিএলটি দ্বারা জারি নির্দেশিকা অনুযায়ী কোম্পানীটি লিক্যুইডেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত)
রেজিস্টার্ড অফিস : সাউথ টাওয়ার, চতুর্থ তল, স্কোপ মিনার কমপ্লেক্স, লক্ষ্মী নগর, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০৯২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ অনুযায়ী লিকুইডেশন পক্রিয়ায় থাকা (বৈদ্যুতিন নিলামের পদ্ধতির নথি দেখতে পারেন) হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীর নিম্নোক্ত সম্পত্তি বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে ১৭.০৩.২২ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিক্রয় করার জন্য **যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যেটি যেমন সেটি তেমন, এটি যেমনই হোক ও কোনো পরিবর্তন ছাড়াই** বিক্রি করার জনবিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে ও বৈদ্যুতিন নিলামের পরিষেবা দেবে এমএসটিসি লিমিটেড। অংশগ্রহণ করতে ও নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে লগ-অন করুন www.mstcecommerce.com ও আরো বিশদে শর্তাবলী জানতে দেখতে পারেন www.mstcindia.co.in.

স্থান	ঠিকানা / এলাকা	লট	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (টাকায়)
১. নাগোয়ান পেপার মিল (এনপিএম), (এইচপিসি লিমিটিডের একটি ইউনিট) ২. কাচার পেপার মিল (সিপিএম), (এইচপিসি লিমিটিডের একটি ইউনিট) (উভয় প্ল্যান্টের টেকনিক্যাল এরিয়া, টাউনশিপ এরিয়া সহ এনপিএম ও সিপিএমে পড়ে থাকা সব সম্পত্তি) ৩. হাফলং-এ লিজহোল্ড জমি।	১. নাগোয়ান পেপার মিল, জগিরোড টাউনের কাছে, ন্যাশানাল হাইওয়ে নং ৩৭, জেলা-মরিগাঁও, আসাম। সম্পত্তিটি কমবেশি ৫৭৩.৯৫ একর জমির ওপর রয়েছে। ২. কাচার পেপার মিল, পঞ্চগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, ন্যাশানাল হাইওয়ে নং ৫৩, বদরপুর উত্তর ও দক্ষিণ, তহশিল-আগলাপুর, জেলা-হাইলাকান্ডি, আসাম। সম্পত্তিটি কমবেশি ১০০৮ একর জমির ওপর রয়েছে। ৩. হাফলং, জেলা-ডিমা হাসাও। কমবেশি ১০ কাঠা (পাটা নং ২৯৫, দাগ নং ২৫) জমি।	লট-১	৪১৩.৩৪ কোটি	৪১ কোটি
১. মুম্বই য়ে একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট	ফ্ল্যাট নং ৩০১, তৃতীয় তল, বিল্ডিং নং - ১৫(অনিকেত), প্রেম জ্যোতি হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, অফ চেম্বুর ম্যানখুর্দ লিঙ্ক রোড, চেম্বুর, জেলা : মুম্বই, পিন - ৪০০ ০৪৩, মহারাষ্ট্র। ৬৫২ বর্গফুট পরিমাপের কার্পেট এরিয়া।	লট-২	১ কোটি	১০ লাখ
দিল্লির অফিস (লিজহোল্ড প্রপার্টি) স্কোপের ২৪.০৮.২০২১ তারিখে লেখা চিঠি ও অন্যান্য দাবি ও শর্তাবলী অনুযায়ী লট-৫-এর নিলাম শুধুমাত্র পিএসইউ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।	স্কোপ মিনার, চতুর্থ তল, সাউথ টাওয়ার, কোর-৪, লক্ষ্মী নগর, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০০২ কমবেশি ৫৪৭.৬৪ বর্গমিটার	লট-৩	৬.২০ কোটি	৬২ লাখ
নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড-এর ১০০ টাকা করে ১,১৩,৬২,২৩১টি ইক্যুটি শেয়ার।	নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড (CIN - U21012NL1971SGC001349), রেজি. অফিস- পেপার নগর, পো: তুলি, জেলা : মোকোকচুং, নাগাল্যান্ড-৭৯৮৬২৩	লট-৪	৯.০৫ কোটি	৯০ লাখ

দ্রষ্টব্য :
ইওআই জমা দেওয়ার শেষ দিন : ২২.০২.২০২২, বিকেল ৫টা। কোনো ইওআই ২২.০২.২০২২ তারিখে বিকেল ৫টার মধ্যে জমা না পড়লে নিলাম বাতিল হয়ে যাবে। http://hindpaper.in এই ওয়েবসাইটে আপলোড করে ইওআই চেয়ে নেওয়া হবে। এছাড়া সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ করবেন এই ই-মেল আইডিতে : kuverma@gmail.com / liquidation.hpcl@gmail.com.

কুলদীপ বর্মা
হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং- আইবিবিআই / আইপিএ-০০১ / আইপি-পি০০০১৪ / ২০১৬-১৭ / ১০০৩৮
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ৪৬ বি.বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, পঞ্চম তল, ইউনিট নং- ৫০১, কলকাতা- ৭০০০১২
রেজিস্টার্ড ই-মেল : kuverma@gmail.com, ফোন : +৯১ ৯৮৩৬০ ৭৭৯০০

তারিখ : ১৫.০২.২০২২
স্থান : কলকাতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পুনর্নিয়োগ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হাই কোর্টে

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্নিয়োগকে কেন্দ্র করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার ও উপাচার্যকে এ নিয়ে হলফনামা পেশের আদেশ দিয়েছে। মামলার পরের শুনানি হবে আগামী ২২ মার্চ। তবে মামলাকারীর আইনজীবী উপাচার্যের পুনর্নিয়োগের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের আর্জি জানান। যদিও আদালত সেই আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ফের নিয়োগ করা হয়েছে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হাই কোর্টের আইনজীবী অনিন্দ্য সুন্দর দাস বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন। সোমবার তাঁর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে বলেন, 'আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিয়োগ করেন উপাচার্যকে। ২০১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য ৪ বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২১ সালে তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এরপর রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর গত বছর ২৭ আগস্ট ফের তাঁকে ওই পদে ৪ বছরের জন্য নিয়োগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী এই নিয়োগ শুধুমাত্র আচার্যই করতে পারেন। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করে উপাচার্য পদে তাঁকে ফের বসিয়েছে রাজ্য।'

৩৫ হাজারের

১ পাতার পর

উঠেছেন ৯১,৯৩০ জন। দৈনিক পজিটিভিটির হার ৩.১৯%। সাপ্তাহিক পজিটিভিটির হার ৩.৯৯% বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। দেশে এখনো পর্যন্ত মোট ৭৫.১৮ কোটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। একদিনে মোট ১০,৬৭,৯০৮টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এদিকে, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে হিমাচল প্রদেশ সরকার রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিম, সিনেমা হল খুলে দেওয়া হবে বলে এদিন ঘোষণা করেছে।

বার্তা মমতার

১ পাতার পর

করেনি। চা-বাগান খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খোলেনি। দার্জিলিঙ, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার— গোটা উত্তরবঙ্গের জন্য কোনো কাজ করেনি। সিপিআই(এম) এতদিন ক্ষমতায় ছিল, কোনো কাজ করেনি। আজকে শিলিগুড়ির কত উন্নয়ন হচ্ছে। শিলিগুড়ির সঙ্গে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা বাংলায় ৪০% কর্মসংস্থান বাড়িয়েছি। এখন আমার লক্ষ্য, শিল্প ও কর্মসংস্থান। আমি চাই জেলায় জেলায় শিল্প হোক।'

মানুষ আমাদের রাজনৈতিকভাবে

১ পাতার পর

কিছু হয়নি।' তিনি আরো বলেন, 'শতাংশের হিসেবে ভোট হয়তো বেড়েছে। কিন্তু আসল উদ্ধার হয়নি। মানুষের সমর্থনটা আমরা পাচ্ছি না। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কমেছে।' তাঁর নেতৃত্বে ভোটে লড়েছিল বামেরা। শিলিগুড়িতে পরাজয়ের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'এখন কী কারণে এমন ফল, তা বসে আলোচনা করে দেখতে হবে। হারের সমস্ত কারণ পর্যালোচনা করা হবে। এটা রাজনৈতিক ভাবে আমার বিপর্যয়। ব্যক্তিগত বিপর্যয় ঘটেছিল কিছু দিন আগে। তবে ভোটে তো হার-জিৎ থাকবেই। মেনে নিতে হবে।' তিনি হতাশ নন বলেও জানান অশোক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে হারের পর নির্বাচনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা করেন বাম জমানার দাপুটে নেতা অশোক ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁকে ফোন করে বলেন, 'বামেদের এই দুর্দিনে ভোটের ময়দান ছেড়ে যাওয়া চলবে না। শিলিগুড়িতে তোমাকেই বামেদের নেতৃত্ব দিতে হবে।' তার পরেই পুরভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এদিন তৃণমূল প্রার্থীর কাছে ৫১০ ভোটে হেরে গিয়েছেন তিনি।

২০১৫ সালে শিলিগুড়িতে পুরসভা ভোটে অশোক ভট্টাচার্যের তৈরি শিলিগুড়ি মডেল বিরোধীদের কাছেও আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়েছিল। প্রথমে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে পরে নির্দলের সমর্থনে তখন শিলিগুড়িতে পুরবোর্ড গড়েন অশোক। সেই বোর্ড পুরো মেয়াদ টিকে যায়। কিন্তু এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটে হেরে গেলেন তিনি। এই প্রথম শিলিগুড়ি শহরের বুকে উড়ল তৃণমূলের সবুজ পতাকা। আর সরে গেল লাল পতাকা, হেরে গেলেন বামেদের মুখ অশোক।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইআর/এইচকিউ/এস এনটি(টেন্ড)/৬/২০২১, তারিখ ১১.০২.২০২২। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/এইচকিউ/পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে ও ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত ফর্মে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের জোনাল হাসপাতাল বি.আর.সিং, ডিভিশনাল হাসপাতাল হাওড়া, আসানসোল, মালদা, সাব-ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, অন্ডাল রেলওয়ে ওয়ার্কশপ হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া এবং জামালপুরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম রূপায়ণের জন্য ল্যানের কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭২,১০,৮৪৪.০৭ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার নথিপত্র অনলাইন জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৩.২০২২-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **অফারের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৩.২০২২-এ দুপুর ৩.৩০ টা। **ওয়েবসাইটের ঠিকানা, তারিখ ও সময় যখন থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে ঃ** ১১.০২.২০২২ থেকে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার বিড জমা করা যাবে ঃ** (১) শুধু অনলাইন বিড জমা করতে হবে। (২) ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার দাতাদের অবশ্যই রেজিস্টার করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন/সংযোজন, প্রয়োজন হলে, কেবলমাত্র এই সাইটে প্রকাশিত হবে। (৩) শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। (৪) এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল বিড/অফার গ্রাহ্য হবে না। MISC-205/2021-22

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪২-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২১-২২, তারিখ ১০.০২.২০২২। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম/স্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসন— ইএলটিসি/আসানসোলে রেলনেট কানেক্টিভিটির ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৭৬,৭৬৭.৯৮ টাকা। **বায়না-মূল্য ঃ** ২৫,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৩.২০২২ তারিখ দুপুর ১২টা। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ** http://www.ireps.gov.in/ এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। টেন্ডারদাতার/বিডদাতার অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-131/2021-22

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

ময়ূরভঞ্জ ট্রেডস অ্যান্ড এজেন্সিস লিমিটেড

CIN : L24117WB1979PLC032322
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, ওয়াটার লু স্ট্রীট, দ্বিতীয় তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯
ওয়েবসাইট : www.mayurbhanjtrades.in, ই-মেল : info.mayurbhanj@gmail.com, ফোন : ০৩৩ ২২৪৮ ০৬০২
৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলের বিবরণ
(লাখ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত নয় মাস ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩১.১২.২০২০ (অনিরীক্ষিত)
কাজ থেকে মোট আয় (প্রকৃত)	১৪.৭৮	৫৯.৭০	৩২.৩৭
ওই ত্রৈমাসিকের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি), (কর, ব্যতীক্রমী ও / বা অতিরিক্ত দফার আগে)	০.৪৭	৫.৮৪	৪.৪২
করের আগে ওই ত্রৈমাসিকের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি), (ব্যতীক্রমী ও / বা অতিরিক্ত দফার পরে)	০.৪৭	৫.৮৪	৪.৪২
করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি), (ব্যতীক্রমী ও / বা অতিরিক্ত দফার পরে)	০.৪৭	৫.৮৪	৪.৪২
এই পর্বের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [(এই পর্ব থেকে বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) (করের পর) ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পর)]	০.৪৭	৫.৮৪	৪.৪২
ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০ টাকা করে) (চালু ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যকলাপের জন্য)			
মূল	০.২৪	২.৯২	২.২১
লঘুকৃত	০.২৪	২.৯২	২.২১

দ্রষ্টব্য :
(১) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি কোম্পানীর ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল ও স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হল। কোম্পানীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে www.mayurbhanjtrades.in
(২) আইএনডিএএস অনুযায়ী ৩১.১২.২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানীর অডিট কমিটি ও বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ১৪.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরের পক্ষে ও সমর্থনে
হরেন্দ্র সিং
হোলটাইম ডিরেক্টর ও সিএফও
(DIN : 06870959)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০২.২০২২

গোয়েঙ্কা বিজনেস অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড

CIN : L67120WB1987PLC042960
রেজি. অফিস : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং : ০৪, রুম নং ১৭, কলকাতা - ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেল : goenkabusiness1987@gmail.com
৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের একমেবাদ্বিতীয়াম ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২১	৩০.০৯.২১	৩১.১২.২০	সমাপ্ত ৯ মাস (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২১	৩১.১২.২০	সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২১
১.	কাজ থেকে মোট আয় (প্রকৃত)	১৭৯৬১.১৫	৭১৯০৩.৯২	২৯০৬.১৮	১১৬৩৫৭.৭৯	৭৬১২.৬৫	১৮৬৪৯.৪৫
২.	এই পর্বের প্রকৃত লাভ / ক্ষতি (ব্যতিক্রমী দফার পর)	(২৮৪.১৫)	১১৬.০৩	(৪৫.৪৯)	২৮.৮৫	১৮.২৯	৪৪.৩৯
৩.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / ক্ষতি (ব্যতিক্রমী দফার পর)	(২৮৪.১৫)	১১৬.০৩	(৪৫.৪৯)	২৮.৮৫	১৮.২৯	৪৪.৩৯
৪.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৩০০.০১	১৩০০.০১	১৩০০.০১	১৩০০.০১	১৩০০.০১	১৩০০.০১
৫.	মজুত (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ)					-	১৫৪১.৯১
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০টাকা) (ব্যতীক্রমী দফার আগে)						
	মূল	(২.১৯)	০.৮৮	(০.৩৫)	০.২২	০.১৪	০.৩৪
	লঘুকৃত	(২.১৯)	০.৮৮	(০.৩৫)	০.২২	০.১৪	০.৩৪
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০টাকা) (ব্যতীক্রমী দফার পরে)						
	মূল	(২.১৯)	০.৮৮	(০.৩৫)	০.২২	০.১৪	০.৩৪
	লঘুকৃত	(২.১৯)	০.৮৮	(০.৩৫)	০.২২	০.১৪	০.৩৪

(১) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি দ্বারা পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে ও ১৪.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। (২) কোম্পানীজ অ্যাক্ট ২০১৩ এর ১৩৩নং ধারা সহ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩নং ধারার আওতায় সংশ্লিষ্ট রুল সহ ০৫.০৭.২০১৬ তারিখের সেবির সার্কুলার অনুযায়ী উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলটি ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স (আইএনডি এএস) অনুযায়ী কোম্পানীর সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক গণ দ্বারা উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলটি তৈরি করা হয়েছে।
(৩) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক গণ দ্বারা উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলটি "সীমিত পুনর্মূল্যায়ন" করা হয়েছে।
(৪) এই ত্রৈমাসিক ও সারা বছরের শেয়ার প্রতি আয়ের মূল্যায়ন করা হয়েছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ ফরমুলা ব্যবহার করে ও ডাইলুটেড শেয়ার প্রতি আয় মূল্যায়ন করা হয়েছে কনভার্টিব্যাল সিকিউরিটিস (যদি থেকে থাকে) হিসাবে প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর পর্যালোচনা করে।
(৫) বর্তমান পর্বের অর্থাঙ্ক বিগত পর্বের / বছরের অর্থাঙ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পুনর্বিন্যাসিত / পুনসজ্জিত হয়েছে।

গোয়েঙ্কা বিজনেস অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
শ্রী ইয়াসিন গোরি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN : 08221979

স্থান : আহমেদাবাদ
তারিখ : ১৪.০২.২০২২